হচ্ছেটা কী টলটলিতে

শুভাশিস মৈত্র

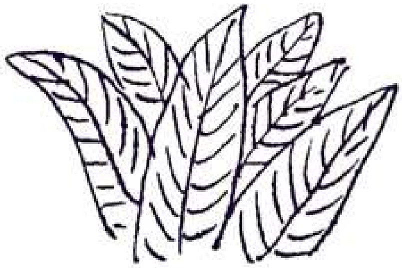

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

একটু আগেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়ে গেছে। তার উপর শীত কালের রাত ৯টা। মানে গাঁ গঞ্জে নিশুত রাত। ভক্ত তখনও চায়ের দোকান খোলা রেখেছে। শহরে যাওয়ার লাস্ট বাস এসে দাঁড়াল বড়ো রাস্তায়। দু এক জন খদ্দের শেষ বাসে আসে। চা খায়। ওই সময় ভিড় কম থাকায় ভক্ত একটু গল্পগাছা করে খদ্দেরের সঙ্গে। তার পর ঝাঁপ ফেলে বাড়ির পথ ধরে। ভক্ত-র বাড়ি পাশের গ্রামে। একটা বড়ো পুকুর আর তিনটে বাঁশ ঝাড় পেরোতে হয়। জায়গাটা ভালো না। তাই বেশি দেরি করে না ভক্ত কোনও দিনই।

ওই শেষ বাস এসে দাঁড়াল বড়ো রাস্তায়। জায়গাটা অন্ধকার। তবে ভক্ত স্পষ্টই দেখল, পকেটমার মনুয়া ওরফে প্রফেসর মনা, আর আর দশ গাঁয়ে যাকে এক নামে চেনে, সেই বাটু চোর বাস থেকে নামল। ভক্ত মনে মনে ভাবল, এই মানিকজোড় আজ আবার কার সর্বনাশ করতে চলল কে জানে! আজ আর খদ্দের জুটল না দেখে দোকান বন্ধ করতে ঝাঁপের লাঠিতে হাত রাখল ভক্ত। ততক্ষণে মানিকজোড় ভক্তের দোকানের কাছাকাছি এসে গেছে। প্রফেসর মনাই হাঁক দিয়ে বলল, সান্ধ্যকালীন প্রণাম নিও ভক্তদাদা। একটু জমিয়ে চা করো। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

ভক্তের ইচ্ছে ছিল না। তবে এসব লোককে চটাতে নেই। তা ভক্ত বোঝে। কথার কোনো উত্তর না দিয়ে উনুনটা একটু খুঁচিয়ে দিয়ে কেটলিটায় জল ভরে বসিয়ে দিল।

মনুয়ার ডাক নাম মনা। আগে এই টলটলি গ্রামেই থাকত। ভালো ফুটবল খেলত। আদর করে গাঁয়ের লোক মনুয়া বলে ডাকত। আর নামের আগে প্রফেসর শব্দটা লোকজন ঠাট্টা করে বসিয়েছে। মনুয়া বলত, ওর নাকি ছেলে বেলায় অঙ্কে এমন খাসা মাথা ছিল যে ইচ্ছে করলে প্রফেসর হতে পারত। কিন্তু স্বেচ্ছায় ও পকেটমারিকে পেশা হিসাবে নিয়েছে। বাটু চোরের অবশ্য সে সব বারফাট্টাই নেই। সে নিজেকে মনে করে বনেদি চোর। ছোটোখাটো চুরিতে হাত লাগায় না।

দুই বন্ধু এসে ভক্তের দোকানের বাঁশের বেঞ্চিতে বসে সিগারেট ধরাল। মনুয়া এক গ্লাস জল খেয়ে মুখ দিয়ে আহ শব্দ করে বলল, "বুঝলে বাটু, এ বার যে একটু আমাদের সমাজটার দিকে নজর দিতে হয়।"

বাটু চোর বলল "হুঁ"।

মনুয়া ফের বলল, "না না হুঁ নয়, একটু সিরিয়াস হও। ধর এই আমরা ভদ্দর লোকের সমাজের চোখে চোর ছ্যাঁচোর। এই কথাটাতে আমার মনে বড়ো ধাক্কা লাগে। আমাদের সমাজে এই যে হাজার হাজার কর্মী আছেন, তাঁদের একটা অংশতো আর্টিস্ট। তাঁরা আমাদের এই পেশাকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। তার পর ধর আছে মধ্যবিত্ত চৌর্য কর্মী এবং পকেটমার কর্মী। তাঁর নীচে নিম্ন বিত্তেরা। তারও নীচে বি পি এল চোরেরা। এই নীচের তলাকে একটু দেখতে হবে।" বাটু চোর মাথা নেড়ে সায় দিচ্ছিল। এরই মধ্যে ভক্ত কাপে চা ঢেলে চিনি গুলতে শুরু করেছে। মানিকজোড়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "বিস্কুট, অমলেট কিছু খাবেন বাটু বাবু?" মনুয়া দুটো অমলেট ভাজতে বলল। ভক্ত চায়ের কাপ দুটো ঢেকে রেখে অ্যালুমিনিয়ামের কাপে ডিম ফাটিয়ে চামচ দিয়ে নাড়তে লাগল।

মনুয়া ফের শুরু করল, 'শোন বাটু, যা বলছিলাম, আমাদের এই নিচু তলাকে একটু

দেখতে হবে। আর তার জন্য একটা সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। মাঝে মাঝে রক্ত দান অনুষ্ঠান, বস্ত্র বিতরণ, এলাকার ভালো ছেলে মেয়েদের সংবর্ধনা, এ সব করতে হবে।" বাটুর ঝিমুনি এসে গিয়েছিল, এত দূর শুনে ভাবল, কিছু একটা কথা না বললে ভালো দেখায় না, অমলেট খেতে খেতে বাটু বলল, "তা সংগঠনের নাম কিছু ভাবলে?" মনুয়া বলল, "দেখ, লোকে বলে আমরা কালা ধান্দা করি, হয়তো ভুল বলে না, কিন্তু তাই বলে তো আর পশ্চিমবঙ্গ কালা ধান্দা কর্মী ফেডারেশন নাম রাখা যায় না, সেটা প্রেস্টিজের প্রশ্ন। তাই আমি ভেবেছি আমাদের সংগঠনের নাম দেব 'পেশাদার কৃষ্ণ কর্মী সমাজ'।"

বাটু চোর মনুয়ার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "কৃষ্ণ কেন? ঠাকুর দেবতার নাম নিয়ে এ সব করা কি ভালো হবে?" মানুয়া অমায়িক হেসে বলল, "কৃষ্ণ মানে কালো, লেখাপড়াটাতো করলে না, ওই কালো ধান্দা কথাটাকেই একটু ঘুরিয়ে বলা।"

মনুয়া চা অমলেট খেয়ে এবার বিড়ি ধরাল। তারপর, বলল, "তাছাড়া আমাদের পেশায় শিক্ষার মানও খুব নেমে যাচ্ছে। ভেবেছি একটা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও খুলব। ভালো ভালো ওস্তাদ পকেট কাটিয়ে যারা এখন বসে গেছেন, তাঁদের ডেকে আনব। তাঁরা শেখাবেন।

বাটু চোর বলল, "কী শেখাবেন তাঁরা।"

মনুয়া বলল, "আগে ধর আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস হত। লাউয়ের উপর বা ফোলানো বেলুনের উপর ভেজা ন্যাকড়া রেখে ব্লেড দিয়ে সেই কাপড় কাটতে হত। লাউয়ের গায়ে যেন আঁচড় না পড়ে। বেলুন যেন ফেটে না যায়। তার পর প্রথম পরীক্ষা খুনখুনে বুড়োদের পকেট কাটা। এমনি করে ধাপে ধাপে উচ্চ শিক্ষা। এখন তো রামা, শ্যামা যে পারছে এ লাইনে চলে আসছে। দু দিনের মধ্যে ধরা পড়ে পাবলিকের দেদার ক্যালানি খাচ্ছে। মানবাধিকার কমিশনের কাছেও নিয়মিত স্মারকলিপি দিয়ে চাপে রাখতে হবে যাতে এই গণপিটুনি প্রথা লোপ পায়।"

বাটু চোর বলল, "যে ভাবে গণপিটুনি আর পাড়ায় পাড়ায় প্রতিরক্ষা বাহিনী গজিয়ে উঠছে, এভাবে চললে তো একদিন দেশ থেকে চুরি উঠে যাবে। এত দিনের প্রাচীন একটা হেরিটেজ পেশা, সেটা মরে যাবে। সরকারের তো উচিত এই পেশাকে সংরক্ষণের জন্য কিছু করা।"

মনুয়া বলল, "দেখ সেই রামায়ণের যুগে রাবণ সীতাকে চুরি করেছিলেন। তখন সেটা চুরি ছিল। এখন আমরা অপহরণ বলি। অপহরণকে অবশ্য আমাদের সংগঠন কোনও আর্ট বলে স্বীকৃতি দেবে না। কিন্তু তুমি বল, রাবণ যেমন অন্যায় কাজ করেছিলেন, তেমনি, রামায়ণ কি লেখা হত ওই ঘটনা না ঘটলে। তার পর ধরো প্রতারণা, রামায়ণে সোনার হরিণ

বা মহাভারতে জতুগৃহ, পাশা খেলা, সে সব ঘটনায় কি প্রতারণা নেই?" বুঝলে, মানুষকে আমাদের বোঝাতে হবে, এসব ছিল, আছে, থাকবে। তবে হ্যাঁ আমাদেরকেও রয়ে সয়ে কাজ করতে হবে। ইদানীং দেখছি কিছু ছেলে পকেটমারি, চুরির লাইনে এসেছে, যারা অযোগ্য। গরিব গুর্বোর টাকাটা আধুলিটা নিয়ে পালাচ্ছে তারা। এসব বখে যাওয়া ছিঁচকেদের আমরা আমাদের সংগঠনে নেব না।"

বাটু চোর মাথায় তিন ফুট। বেঁটে বলেই তার ওই নাম। আসল নাম বাটু হয়তো নিজেই ভুলে গেছে। বাটুদের তিনপুরুষ চোর ছিল। এ নিয়ে অহঙ্কারের জন্য বাটুকে উঠতি চোরেরা হিংসেও করে অপছন্দও করে। বাটুর বাবা একবার গৃহস্থের হাতে ধরা পড়েছিল বলে, বাটুর

ঠাকুরদা তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিল। কোনও দিন মুখ দেখেন নি আর ব্যর্থ ছেলের। দুঃখে বাটুর বাবা মাঝ বয়েসে চুরি ছেড়ে দিয়ে সিঁদ কাঠির অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা শুরু করেছিল। পরে সিঁদ কাঠির প্রচলন কমে যাওয়ায়, চোরেদের গায়ের মাখার তেল সাপ্লাইয়ের ব্যবসা শুরু করে। '১ নং তস্করি তৈল' লেবেল এঁটে বিভিন্ন দোকান থেকে বিক্রি হত ওই তেল। সেই তেলের এমন সুনাম ছিল যে ভিন রাজ্য থেকে ওস্তাদেরা এসে সারা বছরের তেল বাক্স বোঝাই করে নিয়ে যেত। ওই তস্করি তেল গায়ে মেখে চুরি করতে গেলে চোরেরা থাকত নিশ্চিন্তে। গৃহস্থের যদি ঘুম ভেঙে যায়, উঠে এসে পাশে দাঁড়ায়, হাঁক ডাক শুরু করে, তবু ভয়ের কিছু নেই। নিশ্চিন্তে নিজের পোঁটলা বেঁধে গুনে-গেথে জিনিসপত্র নাও। তারপর গৃহস্থকে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে পড়। যদি কুড়ি জন মিলেও তস্করি তেল মাখা চোর-কে ধরার চেষ্টা করে, তবু ছল-ছলাৎ করে সে জলের মতো হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে যাবে। আর যারা তাকে ধরার চেষ্টা করবে, একটু হলেও তো সেই তেল তাদের হাতে লাগবে। পর দিন আপিসে গিয়ে পেন ধরতে পারবে না তারা। জলের মতো ছলাৎ করে পিছলে বেরিয়ে যাবে পেন। হাত থেকে ভাত পড়ে যাবে। চামচ পড়ে যাবে। এমন কি ছেলে মেয়ের হাত ধরে বেড়াতে যেতেও পারবে না। যা কিছু ধরতে যাবে, ওই ছল-ছলাৎ। ব্যাস। হাত ফস্কে হাওয়া। তা ভগবান দিন দিয়েছিলেন। ভগবানই নিয়ে নিলেন। রেল স্টেশনের লাগোয়া ছোটো কারখানা ছিল বাটুর বাবার। সেখানেই তেল বানিয়ে শিশিতে ভরে লেবেল এঁটে রেডি করা হত তস্করি তেল। বিস্তর রোজগারও ছিল তার। বাটু তখনও নেহাতই ছোটো। হাফ প্যান্ট পরে। ধীরে ধীরে তস্করি তেলের কথা জানাজানি হয়ে গেল। রাতে চুরি করা ছেড়ে দিল চোরেরা। গায়ে তস্করি তেল মেখে দিনের বেলা, তখনও হয় তো বাড়ির কর্তারা অফিসে কাছাড়িতে যায় নি, তারই মধ্যে গট গট করে বাড়ির মূল দরজা দিয়ে ঢুকতে শুরু করল চোরের দল। সময় নিয়ে বাড়ির সব কিছু হাতিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল তারা। ধরে কার সাধ্যি। অবস্থা এরকম দাঁড়াল, লোকজন দিন রাত দরজায় খিল দিয়ে রাখতে শুরু করল। অফিস কাছারি যাওয়া বন্ধ করে দিল। রাজনৈতিক নেতারা সরকারকে, পুলিশকে তুলোধুনা করতে লাগল। খবরের কাগজে বড়ো বড়ো সম্পাদকীয় বেরোল। শেষ পর্যন্ত বিশ্বময় দারোগা, যে কি না নিয়মিত বাটুর বাবার ফ্যাক্টরিতে এসে চা, জিলিপি খেয়ে যেত, সেই দু গাড়ি পুলিশ নিয়ে এসে ফ্যাক্টরি ঘিরে ফেলল এক রাতে। তিন হাজার তিনশো শিশি তেল-সমেত বাটুর বাবা গ্রেফতার। বিচারে তার এগারো বছরের কয়েদ হল। তিন হাজার তিনশো শিশি তেল নিয়ে কী করা হবে? অনেক তর্ক বিতর্ক আলাপ আলোচনার পর, ঠিক হল শহরের সীমানায় যে বিরাট বিল, সেই দামোশ বিলে ফেলে দেওয়া হবে। দু-একটা পরিবেশবাদী সংগঠন এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে খবরের কাগজে চিঠি পত্র পাঠাল, সে